উসুলুল খাওয়ারিজ

(খারিজিদের মূলনীতি)

مؤسسة الصوارم

As Sawarim Media

উসুলুল খাওয়ারিজ

(খারিজিদের মূলনীতি)

পরিবেশনায়ঃ আস-সওয়ারিম মিডিয়া

উসুলুল খাওয়ারিজ

(খারিজিদের মূলনীতি)

পরিবেশনায়ঃ আস-সওয়ারিম মিডিয়া

প্রথম প্রকাশঃ

জামাদিউস সানি ১৪৪৫ হিজরী

ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

উৎসর্গ

ঐ সকল আনসার ও মুহাজিরগণের প্রতি যারা খারিজি অপবাদে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন...

ভূমিকাঃ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد؛

সম্মানিত মুসলিমগণ! আমরা সবাই বর্তমান সময়ে খারিজি ফিতনার ব্যাপারে আলোচনা শুনতে পাই। খারিজিরা একটি বাতিল ফিরক্বা। একটি পথভ্রষ্ট দল এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। খারিজিরা আহলুস সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ খারিজিদের বাড়াবাড়ি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আহলুস সুন্নাহ'র আক্বীদাহ ওদের মত নয়। আর ওদের আক্বীদাহ আহলুস সুন্নাহ'র মত নয়। খারিজিদের আবির্ভাবের সময় থেকেই আহলে হক্বের সাথে দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রসিদ্ধ। আক্বীদাগত দিক থেকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাঝে এবং খারিজিদের মাঝে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। তথাপি বর্তমানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ'র উত্তম ব্যক্তিবর্গের উপর খারিজি অপবাদ আরোপ করছে। তারা বাড়াবাড়ি মূলকভাবে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণকে খারিজি বলছে।

হে আমার মুসলিম ভাই! ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের আলেম এবং ভ্রষ্ট দলসমূহের আলেমরা যাদেরকে খারিজি বলছে তারা তো ঘর ছেড়েছে বাড়ি ছেড়েছে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, মমতাময়ী মায়ের স্নেহমাখা পরশকে কোরবান করছে যমীনে আল্লাহর দ্বীন জিন্দা করার জন্য, সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে পৃথিবীতে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য, নিজের বুকের তাজা খুন ঢেলে দিচ্ছে ইসলাম এবং মুসলিমদের রক্ষা করার জন্য। আপনিও কি ঐ লোকদের সাথে সাথে তাদেরকে খারিজি বলবেন? যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুলের ইজ্জত রক্ষায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে, যারা আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها -এর সম্মান রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে, যারা সাহাবীগণ رضي الله عنهم কে অপমানকারীদের প্রতিহত করে, যারা কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং মু'মিনদের সাথে ওয়ালা করে, যারা শিরক নির্মূল করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে! আপনি কি তাদেরকে খারিজি বলবেন? এমন সব মানুষদেরকে খারিজি বলার ব্যাপারে আপনার বিবেক সায় দেয় কী করে!!

প্রিয় ভাই! আসলে খারিজি হওয়া এবং না হওয়াটা কারো বিবেক বা নিজেদের মনগড়া মূলনীতির উপর নির্ভর করে না। তারপরেও বিবেকের এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এপর্যায়ে এসে যারা নিজেদের অতি বুঝমান মনে করে তারা বলবে, খারিজিদের চেনার জন্য তো মূলনীতি রয়েছে কিন্তু আপনি আবেগ দিয়ে কে খারিজি আর কে খারিজি না তা যাচাই করছেন। তাহলে আমি বলব, দাওলাহ কি কবীরাহ গুনাহের কারণে তাকফীর করে? আল্লাহর কসম! কখনোই দাওলাহ কবীরাহ গুনাহের কারণে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করে না। দাওলাহ কোন বৈধ খলীফাহ'র বিরুদ্ধে বের হয়েছে যে, তোমরা একে খারিজি বলছো?

বর্তমানে অনলাইন এবং অফলাইন সবখানেই সমহারে খারিজি-খাওয়ারিজ শোরগোল শুরু হয়েছে। খারিজি টপিকটা আলোচনার টেবিলে অনেক বেশি স্থান দখল করে নিয়েছে। সবাই এই ব্যাপারে আলোচনা করে কিন্তু নিজেদের চিন্তাপ্রসূত আলাপ-আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়। অনেক বড় কথিত শাইখরাও আলোচনা করে, লেখালেখি করে এই বিষয়টাতে। কিন্তু তারাও সালাফগণের প্রণীত উসুলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মনগড়া কথা-বার্তা বলে মুসলিমদের মধ্য থেকে যাদেরকে তারা প্রতিপক্ষ মনে করে তাদেরকে খারিজি তুহমত দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করে থাকে। অনেক বক্তব্য পাওয়া যায় এবং অনেক লেখনীও পাওয়া যায় খারিজি মতবাদ নিয়ে। আফসোসের বিষয় হল বাংলাতে খারিজিদের নিয়ে উসুল ভিত্তিক কোন আলোচনা বা লেখনী আমার চোখে পড়েনি। যারা হালে খারিজি বিষয় নিয়ে সরব - সেটা যেকোনো মাধ্যমেই হোক না কেন - তারা কেউ খারিজিদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসিনে কেরামের বক্তব্য তুলে ধরেনি। আর না এই হাদিসের ব্যাপারে সালাফগণের বুঝ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কোন ব্যক্তি বা দলকে খারিজি আখ্যায়িত করার জন্য সালাফগণ কী কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন তাও সবার সামনে তুলে ধরেনি। অর্থাৎ একজন লোকের মাঝে কোন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তাকে খারিজি হিসেবে নামকরণ করা যায়? তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট যে, আলোচনা বেশি হলেও সেগুলো মূলত মূলনীতি নির্ভর আলোচনা নয়। প্রিয় ভাই! আমরা বক্ষমান এই বইটিতে উসুল ভিত্তিক আলোচনা করব—যদি আল্লাহ সহায় হোন!

আশাকরি সত্যনিষ্ঠ পাঠক মাত্রই উপকৃত হবেন ইনশা'আল্লাহ।

ঠিক এপর্যায়ে এসে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দুইটি বিষয় উল্লেখ করবঃ

প্রথম বিষয়ঃ হাদিসে খারিজিদের ব্যাপারে কিছু সিফাত বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো আলী ﵁ -এর যামানায় খারিজিদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত ছিল। হাদিসে বর্ণিত প্রত্যেকটি সিফাত যা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন সেগুলোর সবকটিই আলী ইবনে আবী তালিব ﵁ -এর যুগে তৎকালীন খারিজিদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। এমন হয়নি যে, বর্ণিত একটি সিফাতের ভিন্ন অর্থে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ধরুন, খারিজিদের মাঝে একজনের হাত কুঁজ বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ একজনের হাত মহিলাদের স্তনের মত হবে।[1] প্রকৃতপক্ষে আলী ﵁ -এর যুগে খারিজিদের মাঝে এমন একজন ব্যক্তি ছিল। এখন কি কেউ বলবে, কোন দল খারিজি হওয়ার জন্য তাদের মাঝে একজন কুঁজ বিশিষ্ট হাতের অধিকারী লোক থাকা জরুরী? এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন তারা পূর্বাঞ্চল থেকে বের হবে এবং তাদের মাথা মুণ্ডানো থাকবে।[2] তাহলে কি সর্বযুগেই খারিজিদের পূর্বাঞ্চল থেকে বের হওয়া

---

[1] আলী (রাঃ) বলেছেন, "একদিন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলাম। তখন তার কাছে আয়িশা (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন, ওহে আবু তালিবের ছেলে! অমুক সম্প্রদায়কে তুমি কিভাবে সামাল দেবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ পূর্বাঞ্চল থেকে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠের মধ্যেই সীমিত থাকবে, ধনুক থেকে তীর যেরূপ দ্রুত বেগে বের হয়, তারা সেভাবেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি থাকবে যার হাত পঙ্গু হবে, তার হাত হাবশী মহিলার স্তনের মত দেখাবে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ১৩৭৯, হাদিসের মানঃ হাসান]

[2] আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোক বের হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারা আর দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবে না, যেমনভাবে ধনুক ছিলায় ফিরে আসে না। বলা হল, তাদের বৈশিষ্ট্য কী? তিনি বললেন, 'তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা'। [বুখারীঃ ৭৫৬২] সাহল ইবনু হুনাইফ সুত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত,

এবং তাদের মাথা মুণ্ডানো থাকা আবশ্যক–যেহেতু হাদিসে উক্ত সিফাতগুলো খারিজিদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে? হাদিসে বর্ণিত সিফাতগুলো আলী رضي الله عنه -এর যামানার খারিজিদের মাঝে ছিল। সুতরাং হাদিসে বর্ণিত সিফাত বাস্তবায়িতরূপে পাওয়া গেল। আর এই টাইপের সিফাতগুলো আলী رضي الله عنه -এর যুগে খারিজিদের আবশ্যকীয় সিফাত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে খারিজিদের উত্থান হয়েছে কিন্তু তাদের মাঝে ঐ সমস্ত সিফাতগুলো পাওয়া যায়নি। ঐ সিফাতগুলোর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তারা খারিজি ছিল; কারণ তারা আক্বীদাগতভাবে পথভ্রষ্ট ছিল এবং হাদিসে বর্ণিত সিফাতগুলো আলী رضي الله عنه -এর যামানার পরে অন্যদের ক্ষেত্রে খারিজি হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় কোন সিফাত নয়।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল বর্তমানে কিছু লোক উক্ত সিফাতগুলো অন্যায় ও বাড়াবাড়ি মূলকভাবে দাওলাহ'র উপর প্রয়োগ করার মত জঘন্য অপকর্ম করে যাচ্ছে। যদিও আরোপিত কোন সিফাতই দাওলাহ'র মাঝে প্রমাণিত না–আলহামদুলিল্লাহ। খারিজিদের ব্যাপারে উম্মাহ'র মহান পথিকৃৎদের অনুসৃত মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া কথা বলে বেড়াচ্ছে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন উম্মাতের মহান মুজাহিদদেরকে ভুলবশত কোন বাতিল ফিরক্বা মনে না করি। এক্ষেত্রে সালাফদের মূলনীতি অনুসরণ করাই আমাদের জন্য নিরাপদ।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ যখন শাইখ উসামা رحمه الله পৃথিবীব্যাপী জিহাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন তখনই জাযিরাতুল আরবের তাগুত রাষ্ট্রসমূহের অনুগত আলেমরা শাইখ উসামা رحمه الله কে খারিজি অপবাদ দিতে শুরু করে। ঐ সমস্ত রাষ্ট্রীয় আলেম এবং অন্যান্য উলামায়ে সূ'রাই বর্তমানে দাওলাতুল ইসলামকেও খারিজি বলে ফাতাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ সকল আলেমরা স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে সব সময়ই বাতিলের পক্ষাবলম্বন করে থাকে। তারা আলে-সৌদের বর্তমান রাষ্ট্রকে তাওহীদের রাষ্ট্র বলে

তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চল থেকে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যাদের মাথা মুণ্ডানো থাকবে। [সহীহ মুসলিম]

প্রচার চালায়। যে রাষ্ট্রের নৈতিক অবক্ষয়ের ব্যাপারে কে না জানে! উলামায়ে সূ'দের নাকের ডগায় সব ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছে সৌদী রাষ্ট্র। এরপরেও তারা ঐ রাষ্ট্রকে তাওহীদের রাষ্ট্র উপাধি দেয় আর আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী মুজাহিদদের রক্ত এবং ছিন্নভিন্ন দেহের উপর নির্মিত রাষ্ট্রকে খারিজি রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করে।

আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহের দরবারী আলেমরা এবং অন্যান্য কিছু আলেমরা বিংশ শতাব্দীর মহান মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদিন রহিমাহুল্লাহ সহ তার অনুসারীদেরকে খারিজি বলে ফাতাওয়া দিয়েছে এবং বর্তমানেও হক্বপন্থিদেরকে প্রতিহত করতে খারিজি অপবাদ আরোপ করে চলছে। আশ্চর্যের বিষয় হল জিহাদের দাবিদার কোন কোন দলও দাওলাতুল ইসলাম তথা নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ'কে মুসলিমদের সামনে খারিজি হিসেবে চিত্রায়িত করার মত জঘন্য কুকর্ম সম্পাদন করছে। এখানে প্রধান বিষয় হল, যে সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে উলামায়ে সূ' এবং তাগুতী রাষ্ট্রসমূহের অনুগত আলেমরা শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ কে খারিজি বলত সেই একই বিষয় সামনে এনে বর্তমানে জিহাদের দাবিদার কোন কোন দল নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ'কে খারিজি বলে প্রচার করছে। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ কে অপবাদ দেওয়া হত যে, তিনি তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন, মুসলিমদের হত্যা করেন, ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছেন (ইমাম বলতে সৌদীর তাগুত শাসকদের বুঝাত রাষ্ট্রীয় আলেমরা)। প্রকৃতপক্ষে শাইখ তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতেন না, তিনি সালফে সালেহীনদের অনুসরণ করতেন। তাকে যে সমস্ত অপবাদ আরোপ করা হত তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন–আলহামদুলিল্লাহ। দাওলাতুল ইসলামের উপর বাড়াবাড়ি মূলকভাবে আরোপিত অপবাদ থেকে দাওলাতুল ইসলামও মুক্ত–আল্লাহর অনুগ্রহে। পূর্বে যেমন হক্বপন্থিদেরকে অন্যায়ভাবে অপবাদ দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনই আজও হক্বপন্থিদেরকে অন্যায়ভাবে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। যুগে যুগে বাতিলপন্থিদের কর্মপদ্ধতি এমনই হয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন!

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি তিনি যেন আমাদেরকে হক্বকে হক্ব হিসেবে জানার এবং মানার তাওফীক্ব দান করেন আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে চেনার এবং বর্জন করার তাওফীক্ব দান করেন! আমীন!!

আস-সওয়ারিম মিডিয়া
জামাদিউস সানী - ১৪৪৫ হিজরী
ডিসেম্বর - ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

যুগে যুগে আহলে হক্বকে খারিজি অপবাদ দেওয়া নতুন কিছু নয়। যারা ইসলামের ইতিহাস জানে না তাদের কাছে বিষয়টা নতুন ঠেকবে এটা অস্বাভাবিক নয়। আহলুস সুন্নাহ'র অনুসারীদেরকে খারিজি হিসেবে অভিহিতকরণ এই দাওলাতুল খিলাফাহ'র ক্ষেত্রে প্রথম নয়। আহলুস সুন্নাহ'র একজন মহান ইমাম আবু হানীফা رحمه الله এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله –তাদেরকে তাদের যুগে খারিজি বলা হত। বাইতুল মাক্বদীস বিজয়ী সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীকেও তার যুগে খারিজি বলা হত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله কেও খারিজি বলা হত। মুজাদ্দিদুল মিল্লাহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله কে খারিজি বলা হত। সম্মানিত ভাই! যুগে যুগে খারিজি অপবাদে অভিযুক্ত হওয়ার ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়! শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন رحمه الله কে বলা হত খারিজি। এই ফিরিস্তির সর্বশেষ সংযোজন দাওলাতুল খিলাফাহ। আর হক্বপন্থিদের থেকে সাধারণ মুসলিমদের ফিরিয়ে রাখতেই যুগে যুগে খারিজি অপবাদের হাতিয়ার ব্যাবহার করত বাতিলপন্থিরা। বর্তমান যুগে কেনইবা হক্বপন্থিরা এর থেকে বাদ যাবে?!! একারণেই সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও শাইখ উসামার যোগ্য উত্তরসূরী দাওলাতুল ইসলামকেও পূর্বের মতই বাড়াবাড়ি মূলকভাবে খারিজি অপবাদ দেওয়া হচ্ছে! আপনারা জানেন যে, হক্বপন্থিদেরকে খারিজি অপবাদ দেওয়া হয়। তাহলে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, যাদেরকেই খারিজি বলা হয় তারাই হক্বপন্থি কিনা? আমরা এর জবাবে বলি, না। যাদেরকেই খারিজি বলা হয় তারা সবাই হক্বপন্থি না। কিন্তু হক্বপন্থিদেরকেও খারিজি অপবাদ দেওয়া হয় তাদের প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করে উপস্থাপনের জন্য। প্রিয় পাঠক! আপনার যুগে কি আপনি সুলতান সালাহউদ্দীন رحمه الله কে খারিজি বলতে শুনেছেন? আপনি কি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল رحمه الله কে খারিজি বলতে শুনেছেন? আমার ধারণা আপনি কখনোই এমনটা শুনেন নি; কারণ বিষয়টি আমাদের অনেক পূর্বেই মীমাংসা হয়ে গেছে। ঠিক আজ যেমন দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলা

হয় তেমনি একটা সময় দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইমাম আবু হানীফাকে যারা খারিজি বলেছিল আজ তারা হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। তারাও হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে যারা ইবনে তাইমিয়াহ'কে খারিজি বলেছে। আবু হানীফা, ইবেন তাইমিয়াহ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবরা মুসলিমদের হৃদয় রাজ্যের সিংহাসনে অবস্থান করছে। দাওলাতুল খিলাফাহ'ও একদিন জায়গা করে নেবে আপামর মুসলিমদের মনের মণিকোঠায়–বি-ইযনিল্লাহ।

অনেক কথা হল, চলুন এবার খারিজিদের সম্পর্কে কিছুটা ভালোভাবে জেনে নেই। প্রথমেই আমরা জেনে নেব খারিজি কারা?

নিশ্চয়ই খারিজিরা মানুষের মধ্যে এমন এক দল যারা খলীফাতুল মুসলিমীন আলী ইবনে আবী তালিবের বিরুদ্ধে বের হয়েছিল। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- এরাই হচ্ছে আসল, পরে হল শাখা-উপশাখা। এর উপরই আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, খারিজিরা হল মানুষের মধ্য থেকে এমন একটি দল যারা খলীফাতুল মুসলিমীন আলী ইবনে আবী তালিবের বিরুদ্ধে বের হয়েছিল।

কে তাদের নামকরণ করেছে? ঐ যুগের আলেমগণ।

কেন তাদেরকে খারিজি নামে নামকরণ করা হল?

- ১. হয়তো তাদের যুগে মুসলিমদের সর্বোত্তম ব্যক্তি আলী ইবনে আবী তালিবের বিরুদ্ধে বের হওয়ার কারণে।
- ২. অথবা আল্লাহর রাসুল ﷺ হাদিসে তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা দ্বীন থেকে হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যাবে। তাদেরকে নামকরণ করার এটাও একটি কারণ।

খারিজিদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ -এর অনেক হাদিস আছে। কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে সেগুলো উল্লেখ করছি না।

খারিজিদের ব্যাপারে আলেমগণের এক দল বলেছেন, বিশেষভাবে যারা আলী

ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে তারাই খারিজি। কেননা হাদিসগুলো তাদের ক্ষেত্রেই বর্ণিত হয়েছে। আবুল হাসান আশআরী رحمه الله বলেছেন, তাদেরকে খারিজি নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে। আর তিনি বিষয়টিকে আলী رضي الله عنه -এর সাথেই সীমাবদ্ধ করেছেন।

খারিজিদের ব্যাপারে আলেমগণের দ্বিতীয় একটি মত হল, যারাই স্থানকাল নির্বিশেষে এমন ইমামের বিরুদ্ধে বের হবে যার শারয়ী ইমামতের ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত।

আমরা মেনে নিলাম যে, যারা এমন ইমামের বিরুদ্ধে বের হবে যার ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। এখানে একটি আবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে তা হল, খারিজিদের আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হওয়া। অর্থাৎ যারা আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাদের আক্বীদাহ'সমূহের ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া আবশ্যক। হাদিস থেকে এবং খারিজিরা যে সকল আক্বীদাহ পোষণ করে তা থেকে আলেমগণ খারিজিদের যে মানহাজ অনুসন্ধান করে বের করেছেন সেগুলো হল এই ফিরক্বার উসুল ও মানহাজ–যেগুলো তাদের মাঝে শরীক হওয়া প্রত্যেককে পার্থক্য করে।

খারিজিরা এমন একটি দল যারা শুধুমাত্র আলী رضي الله عنه -এর যামানাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনেকেই তাদের সাথে যুক্ত হবে। তাই খারিজিদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, মূলনীতি, আক্বীদাহ থাকা আবশ্যক যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলকে অন্যান্য বাতিল ফিরক্বাসমূহ থেকে আলাদা করবে। কারণ খারিজিদের কোন একটি গুণ, মূলনীতি বা আক্বীদাহ কয়েকটি ভ্রান্ত ফিরক্বার মাঝে থাকতে পারে। আবার হাদিসে বর্ণিত কিছু সিফাত সৎলোকদের সাথে মিলে যায়। এমতাবস্থায় কী করা হবে? খারিজিদের কোন একটি গুণ, মূলনীতি বা আক্বীদাহ যদি কারো মাঝে পাওয়া যায় তাহলে কি তাকে খারিজি বলা হবে? সেই বিষয়গুলো কী যেগুলো কারো মাঝে পাওয়া গেলে তাকে খারিজি বলা হবে?

আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে একটি বিষয় ভালোভাবে বোঝা দরকার। তা হল,

সিফাত, উসুল এবং আক্বীদাহ–এগুলোর মাঝে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কোন কিছু বোঝার জন্য একটি মূলনীতি থাকা ও এর তাৎপর্য বোঝা আবশ্যক। আল্লাহর রাসুল ﷺ হাদিসে খারিজিদের অনেক গুণ বর্ণনা করেছেন। যেমন ধরুন - মাথা মুণ্ডন করা। এই গুণটি কি অন্যান্যদের থেকে খারিজিদের আলাদা করার মত কোন গুণ? আমরা বলব, আপনি একজন আলেম নিয়ে আসুন, যিনি বলে এই গুণটি খারিজিদেরকে পৃথক করার মত কোন গুণ। তবে এই গুণটি যারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য আবশ্যকীয় একটি গুণ ছিল। এটি একটি মুশতারাক সিফাত, যা অনেকের মাঝেই পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না। আর মাথা মুণ্ডন করা জায়েয আছে এবং ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্যও মাথা মুণ্ডন করা হয়। আসলে মাথা মুণ্ডনের উপর ভিত্তি করে খারিজি নির্ধারিত হয় না। যেমন ধরুন - আমাদের এই বাংলাদেশে কিছুদিন পূর্বেও কওমী মাদরাসাগুলোতে ব্যাপকভাবে মাথা মুণ্ডন করা হত। এখনো মেখল তর্যের মাদরাসাগুলোতে এর অনেক ব্যাপকতা আছে। ব্যাপারটি বোঝাই যায় যে, শুধুমাত্র মাথা মুণ্ডন বা এই টাইপের কিছু বিষয় দিয়ে খারিজি সাব্যস্ত হয় না। কেননা এই ফিরক্বার আক্বীদাহ'র সাথে এই গুণটির কোন সম্পর্ক নেই–যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

দ্বিতীয় সিফাতঃ "তোমাদের সালাত তাদের সালাতের কাছে নগণ্য মনে হবে এবং তোমাদের সিয়াম তাদের সিয়ামের কাছে নগণ্য মনে হবে।" এই কথাটি আল্লাহর রাসুল ﷺ তার সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। এখানে দুইটি বিষয় রয়েছেঃ

প্রথম বিষয়ঃ যারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল এই সিফাতটি তাদের জন্য আবশ্যক ছিল। যদি তারা তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার সাথে সাথে অনেক ইবাদাতকারী না হত তাহলে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর বর্ণিত এই সিফাতটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না। মাথা মুণ্ডন করা ছাড়াও খারিজিদের আবশ্যকীয় গুণের একটি হল- তারা অধিক ইবাদাতকারী হবে। অর্থাৎ তোমাদের সালাত তাদের সালাতের কাছে নগণ্য মনে হবে। সাহাবীগণের যুগের পরে যাদেরকে খারিজি আখ্যায়িত করা হবে তাদের ক্ষেত্রে এই গুণটি আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে

না। আমাদের সামনে রয়েছে ওমানের অধিবাসী ইবাদিয়্যাহ’রা। সম্ভবত তাদের ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, তারা খারিজি। তারা একটি খারিজি সম্প্রদায়–তাদের মধ্যে কেউ আছে যে একেবারেই সালাত পড়ে না। আর তাদের অধিকাংশরাই অতিরিক্ত কোন ইবাদাত করে না। এই সিফাতের মাধ্যমে তাদেরকে আলাদা করা যাবে না। আর এই সিফাতটিও মাথা মুণ্ডনের সিফাতের মত একটি মুশতারাক সিফাত।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ অধিক ইবাদাত করা গুণটি উম্মাহ’র মধ্যে যারা অধিক ইবাদাতকারী, দুনিয়াবিরাগী যেমন- আলী ইবনু যাইনুল আবেদীন, অধিক সিজদাকারী তালহা ছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়। তারা অনেক উঁচু মাপের ইবাদাতকারী ছিলেন। এটা কি তাদের খারিজি হওয়ার দলিল বহন করে? এটা এমন একটি দলের আবশ্যকীয় সিফাত যারা আক্বীদাগত দিক থেকে পদস্খলিত এবং পথভ্রষ্ট। এই সিফাতটি একটি ফিরক্বা হিসেবে খারিজির সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই। একটি লক্ষ্যে নাবী ﷺ এমন লোকদের ব্যাপারে এই সিফাতটি বর্ণনা করেছেন–যারা আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه -এর যামানায় ছিলো। আর কিছু লোক এই সিফাতকে খারিজি হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ করছে! এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়!

তৃতীয় সিফাতঃ কুঁজ বিশিষ্ট হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “তার একটি হাত থাকবে মহিলাদের স্তনের মত।” এই সিফাতটি ছিল নাবী ﷺ -এর সময়ে আলী رضي الله عنه কে বলে দেওয়া খারিজিদের আবশ্যকীয় একটি সিফাত। তিনি খারিজিদের ব্যাপারে এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যেন আলী তাদেরকে চিনতে পারেন। এই গুণটি তাদের পরে অন্যদের জন্য আবশ্যকীয় কোন গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। প্রিয় পাঠক! আপনিই বলুন, সুফুরিয়্যাহ, আঝারিক্বাহ, নাজদাত ও এমনিভাবে অন্যান্যদের মধ্যে কি কুঁজ বিশিষ্ট হাতের অধিকারী ব্যক্তি ছিল? তবে যদি বলা হয় যে, তাদের মাঝে কোন স্থায়ী একটি শারীরিক ত্রুটি থাকবে। এটা শর্ত নয় যে, ঐ সকল দলের প্রত্যেকের কুঁজ বিশিষ্ট হাতের অধিকারী হবে। বরং তাদের কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হবে এমন কিছুই যথেষ্ট, যেমন এক চক্ষুহীন হওয়া অথবা হাত কাটা

থাকা অথবা পা কাটা থাকা। এই সমস্ত কথা বলাটা মূলত হাদিস নিয়ে খেল-তামাশা করার শামিল। কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, দাওলাহ’র বিরোধিতা করতে গিয়ে খারিজিদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর যথোচ্ছাই অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা কি এটা মনে করেছে যে, এই উম্মাহ’র মাঝে কোন আলেম নেই! তারা যেভাবে মন চায় সেভাবেই রাসুল ﷺ -এর হাদিসের ব্যাখ্যা করবে?

চতুর্থ সিফাতঃ “তাদের আবির্ভাব হবে পূর্ব দিক থেকে।” নিশ্চয়ই ‘তাদের আবির্ভাব হবে পূর্ব দিক থেকে’ এই সিফাতটিও যারা আলী رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য একটি আবশ্যকীয় সিফাত। কারণ ইতিহাসে খারিজিদের প্রসিদ্ধ দুইটি রাষ্ট্র রুস্তমিয়্যাহ ইবাদিয়্যাহ এবং মাদারিয়্যাহ সুফুরিয়্যাহ–এগুলো কিন্তু পশ্চিমের অন্তর্ভুক্ত। এখন কোন একজন এসে বলল, যেহেতু রাসুল ﷺ বলেছেন তাদের আবির্ভাব হবে পূর্ব দিক থেকে তাই ইবাদিয়্যাহ, সুফুরিয়্যাহ–যাদের আবির্ভাব হয়েছে পশ্চিম দিক থেকে– তারা খারিজি নয়। এমনটা বলা হবে না। কারণ যারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য এটি একটি আবশ্যকীয় সিফাত। সুতরাং আমরা বলি, প্রত্যেক এমন দল বা ব্যক্তি যারা খারিজিদের আক্বীদাহ’র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তখন এটা বিবেচ্য বিষয় হবে না যে, সে পশ্চিম থেকে বের হয়েছে নাকি পূর্ব থেকে, উত্তর থেকে নাকি দক্ষিণ থেকে। যখন খারিজিদের আবশ্যকীয় আক্বীদাহ’র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তখনই খারিজি হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

পঞ্চম সিফাতঃ মানুষের বিভক্তির সময় তাদের আত্মপ্রকাশ হবে। আর দুই দলের মাঝে হক্বের অধিক নিকটবর্তী দল তাদেরকে হত্যা করবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিফাত যা নিয়ে অনেকেই খেল-তামাশা করে। এই সিফাতটিও যথাক্রমে যারা আলী رضي الله عنه -এর যামানায় তার বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য আবশ্যকীয় একটি সিফাত। কেননা তারা এমন সময় বের হয়েছিল যখন আলী رضي الله عنه এবং উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা رضي الله عنها ও মুআবিয়া رضي الله عنه -এর মাঝে মতবিরোধ চলছিল। আর আলী رضي الله عنه খারিজিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এর মাধ্যমেই হাদিসের ভাষ্যনুযায়ী আলী رضي الله عنه দুই দলের মাঝে হক্বের অধিক নিকটবর্তী প্রমাণিত হন। আমাদের নিকট

আরো কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো এই হাদিসকে সমর্থন করে। হাদিসের ভাষ্য হচ্ছে এরূপঃ “তারা আমার উম্মাহ’র মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আর আমার উম্মাহ’র সর্বোত্তম ব্যক্তিরা তাদের হত্যা করবে।” রাসুল ﷺ -এর উম্মাহ’র সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হলেন আলী رضي الله عنه এবং তার সাথে থাকা সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ। আর খারিজিরা হল উম্মাহ’র সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কেননা তারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর এই সিফাতটিও তাদের পরে অন্যদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত নয়।

প্রিয় পাঠক! এই হাদিসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, খারিজিরা হবে একটি দল। তাহলে যখন কোন ব্যক্তি খারিজি হবে তখন এই সিফাত কিভাবে প্রযোজ্য হবে? আসলে খারিজি হওয়া না হওয়াটা আক্বীদাহ’র সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যারা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কি উম্মাহ’র সর্বোত্তম ব্যক্তি? না। বরং যারা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কখনো কখনো উম্মাহ’র সবচেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। কখনো জালিম হয় অথবা কখনো কাফির হয়। কাফিররা খারিজিদের বিরুদ্ধে শত্রুতা বশত যুদ্ধ করে। আপনি উবাইদিয়্যাহ’দের সাথে খারিজিদের যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। উবাইদিয়্যাহ’রা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাহলে তারা কি উম্মাহ’র মাঝে উত্তম হয়ে গেছে?! না বরং উবাইদিয়্যাহ’রা ছিল মুশরিক রাফিদী। প্রিয় পাঠক! খারিজিদের ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত অনেকগুলো সিফাত রয়েছে। কিন্তু আমরা এই স্থানে সবগুলো সিফাত নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা বর্তমান সময়ে ব্যাপক প্রসিদ্ধি পাওয়া একটি সিফাত নিয়ে আলোচনা করেই খারিজিদের আক্বীদাহ’গত বিষয়ে প্রবেশ করব ইনশা’আল্লাহ। আর রব্বুল ইযযাত যদি তাওফীক্ব দান করেন তবে অন্য সময়ে আমরা খারিজিদের ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করব।

বর্তমানে প্রসিদ্ধি পাওয়া সিফাতটি হলঃ তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে। হাদিসে বর্ণিত এই সিফাতটিও আলী رضي الله عنه -এর যামানায় খারিজিদের জন্য একটি আবশ্যকীয় সিফাত। কেননা তারা মুসলিমদের হত্যা করেছে। বরং তারা মুসলিমদের মধ্য থেকে উত্তম ব্যক্তি সাহাবী এবং তাবেঈগণকে হত্যা করেছে। তারা আহলুয যিম্মাহ’র জন্য তাদের যিম্মাহ বহাল রেখেছে। যিম্মিরা

নিরাপদেই তাদের পশুপাল নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে। অথবা কোন কাফির রাখাল দেখলে বলত তাকে ছেড়ে দাও সে আহলুয যিম্মাহ'র। অতঃপর তারা যখন কোন মুসলিম ব্যক্তিকে তার স্ত্রী-সন্তানসহ পেত তখন তারা তাকে হত্যা করত এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে ফেলত। সুতরাং হাদিসে এই সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল- তারা ঐ সকল লোক যাদের ব্যাপারে আলী ﵁ কে রাসুল ﷺ সতর্ক করেছিলেন। তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করত এবং তাদেরকে হত্যা করত আর আহলুয যিম্মাহ' র যিম্মাহ'কে রক্ষা করত। কাফিরদের মালিকানাধীন জিনিস ছেড়ে দিত অথচ মুসলিমদের জীবন হরণ করত। যারা আলী ﵁ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ব্যাপারে কেউ এমনটা জানে না যে, তারা কোন কাফিরকে হত্যা করেছে এবং মুসলিম ও মুসলিমদের উত্তম ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করেছে। একারণেই এই সিফাতটি তাদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাদের পরবর্তীতে খারিজিদের জন্য কি এটা আবশ্যকীয় কোন সিফাত যার মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক করা যাবে? উত্তরঃ না। খারিজিদের মধ্যে অনেকেই আছে যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেনি। এমনকি তাদের মধ্যে এমনও আছে যে একটি মুরগীও জবাই করেনি। অথচ সে একজন খারিজি। খারিজিদের এমন ইমাম ও নেতা রয়েছে যাকে অনেকেই অনুসরণ করে অথচ সে তার জীবনে কোন মুসলিম-কাফির কাউকেই হত্যা করেনি। সুতরাং আমাদের এমন উসুল বা মূলনীতি প্রয়োজন যা খারিজিদেরকে পার্থক্য করতে এবং চিনতে সাহায্য করবে। এটা একটি আশ্চর্যজনক বিষয়, তারা পদস্খলনের কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে–যে বিষয়ে আহলুল ইলমগণের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই সে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করে! তাই আমরা বলি, এমন অনেক খারিজি রয়েছে যারা কখনোই কাউকে হত্যা করেনি–তাদের অধিকাংশই এমন। আর তাদের কেউ কেউ বাতিনী উবাইদিয়্যাহ'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর বাতিনীরা হল শীয়াদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের ধারণা অনুযায়ী আপনারা বাতিনীদের ব্যাপারে শারীয়াহ'র হুকুম জানেন। খারিজিরা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাহলে তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাদের কেউ আবার

মু'মিনদের সাথে সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। তাহলে এর সমাধান কী?

আলে-সৌদের সেনাবাহিনীর কারো ব্যাপারে জানা যায় না যে, সে একজন কাফিরকে হত্যা করেছে। তাদের হাতে নিহতদের তালিকায় শুধুমাত্র মুসলিমরাই রয়েছে!! সৌদি রাষ্ট্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, হত্যা করছে, নারী-শিশু অবলা বৃদ্ধা বণিতা কেউ বাদ পড়ছে না তাদের লক্ষ্যবস্তু থেকে। সৌদির সেনাবাহিনী কোন কাফিরকে হত্যা করেছে এমনটা শোনা যায় না। হ্যাঁ, আমরা মেনে নিলাম যে, তারা হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা হুথিদের হত্যা করেছে এবং মুসলিম নারী-শিশুদেরও হত্যা করেছে। তাদের কাপুরুষোচিত হামলায় মুসলিমগণ মারা গেছেন এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং সৌদি রাষ্ট্র মুসলিমদের হত্যা করে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেয়। মুসলিমদের হত্যা করা এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেওয়ার তালিকায় আরো অনেক রাষ্ট্র এবং দল আছে। সংগত কারণেই এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করছি না। এই সিফাত যেটাকে কিছু লোক খারিজিদের অন্যতম প্রধান সিফাত হিসেবে উল্লেখ করে– প্রথমেই এই হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হবে সৌদ রাষ্ট্র, তালেবানের অনৈসলামিক ইমারাত, বাহরাইন, আরব আমিরাতসহ আরো কিছু রাষ্ট্র এবং দল। যদি কেউ দাওলাহ'র উপর এই হুকুম আরোপ করতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে তালেবানের অনৈসলামিক ইমারতের উপর এবং উল্লেখিত অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর এই হুকুম আরোপ করতে হবে। কারণ তালেবান মুওয়াহহিদ মুসলিমদের হত্যা করে আমেরিকাকে নিরাপদ রাখতে চায় এবং আশ্বস্ত করতে চায়। এমনিভাবে মুশরিক রাফিদীদের নিরাপদ রাখতে মুওয়াহহিদদের হত্যা করে এবং পূর্বে উল্লেখিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রযোজ্য। যদি আমরা "মুসলিমদের হত্যা করা এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেওয়া" এই সিফাতকে খারিজি হওয়ার জন্য অন্যতম সিফাত মেনে নেই তবে পূর্বে উল্লেখিত রাষ্ট্রগুলোকে আমাদের খারিজি বলা আবশ্যক হবে। বিপরীতে দাওলাতুল ইসলাম ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করে না। তবে যাদের ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং অকাট্যভাবে রিদ্দাহ প্রমাণিত হয় কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও হত্যা করে। (কখনো কখনো বাগীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে–এব্যাপারে শারীয়াহ'র বক্তব্য স্পষ্ট)। মোদ্দাকথা হল- আলী

ইবনে আবী তালিব ﷺ-এর পরে অন্য খারিজিদের জন্য এটি কোন আবশ্যকীয় সিফাত নয়। তথাপি আল-কায়দা বা যারা এই সিফাতকে খারিজি হওয়ার মানদণ্ড বানিয়ে দাওলাহ'র উপর তুহমত দেয় তাদের বলি, এই গুণটি দাওলাহ'র ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য না। বরং তালেবানের অনৈসলামিক ইমারত, সৌদি রাষ্ট্র, বাহরাইন, আরব আমিরাতসহ অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করা অধিক উপযুক্ত। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ইখওয়ানের উপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ তারা কোন কাফিরকে হত্যা না করলেও সিনাইতে অনেক মুজাহিদ এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে ঠিকই হত্যা করেছে।

এবার আমরা খারিজিদের আক্বীদাহ'র আলোচনায় প্রবেশ করতে চাই। সুতরাং এবার আমরা জানব খারিজিদের সমন্বিত উসুল বা মূলনীতিগুলো কী?

কোন জামাআতকে খারিজি হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য তাদের মধ্যে কোন কোন শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক? খারিজিরা কোন ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত?

খারিজিরা হল আক্বীদাহ'গত ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত উম্মাহ'র মহান আলেমগণ যে আক্বীদাগুলোকে সমন্বিত করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, এই ফিরক্বার কিছু আলামত এবং লক্ষণ রয়েছে। তাদের মাঝে শাখা বিশিষ্ট অনেক ইজতিহাদ এবং ফিক্বহী বক্তব্য ও মত রয়েছে। তারা তাদের নিজেদের মাঝেই অনেক দলে বিভক্ত। তথাপি এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে যেগুলোর উপর খারিজিরা একমত। আর এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে অন্যান্য ফিরক্বা থেকে পৃথক করা হয়। এভাবে যে, আক্বীদাগত সকল ফিরক্বার ভ্রষ্টতার ভিত্তি হচ্ছে উসুল তথা আক্বীদাগত উসুলের সাথে সম্পৃক্ত। তারা এই মূলনীতি মেনে চলে এবং এই মূলনীতিকে বাস্তবতায় প্রয়োগ করে। ফলে ফলাফল হয় ভুল।

আর যদি তাদের মূলনীতি সঠিক হয় এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু তাদের মূলনীতি সঠিক আর উসুল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে এমতাবস্থায় অবশ্যই তারা আহলুস সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত হবে আর তাদের কর্মকে ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে যার কারণে তারা এক আজর (পুরস্কার) পাবে তখন তারা

মুজতাহিদ হবে।

উদাহরণঃ একজন ব্যক্তি মুসলিমদেরকে তাকফীর করে কারণ তারা পাপী। তাই যখন সে কোন মুসলিমকে পায় তখনই তাকে হত্যা করে। এ ব্যক্তির ভুল কোথায়? তার ভুল কি মুসলিমদের হত্যা করার মধ্যে যখন সে তাদের দেখতে পায় নাকি তার ভুল তার আক্বীদাহ'তে যে, মুসলিমরা কাফির?? তার ভুল তার আক্বীদাহ' তে যে, মুসলিমরা কাফির কারণ তারা পাপী। কিন্তু তার হত্যা করাটা ভুল উসুল থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে। এক ভদ্রলোক মনে করল, অমুক স্থানের অধিবাসীরা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাই সে তাদেরকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তির ভুল কি উসুলে নাকি প্রয়োগে? যদি সে মনে করে, তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে কারণ তাদের মাঝে এমন কিছু আমল প্রকাশ পেয়েছে যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্য এবং উম্মাহ'র গ্রহণযোগ্য আলেমগণের বক্তব্য একমত যে, এ কাজ রিদ্দাহ। কিন্তু সে এই ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল করেছে। আলেমগণ বলেছেন, যারা কবরের ইবাদাত করে তারা কাফির, মুশরিক এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এই মত গ্রহণ করে কোন গ্রামে গেলেন আর সেই গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে কবর আছে–এ বিষয়টি পরিচিত। তারা এ কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে এবং তারা সন্তান পাওয়ার আশায় বাড়ি-ঘর ছেড়ে গিয়ে তার নিকট সন্তান চায় যেন সে তাদেরকে একটি সন্তান দান করে, আর যে নারী গর্ভবতী হয় না সে তার নিকট গিয়ে চায় যেন সে তাকে একটি সন্তান দান করে। ফলে এক লোক বলল, এই গ্রামের অধিবাসীরা কাফির হয়ে গিয়েছে। তাই সে তাদেরকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তির ভুল কোন জায়গায়? এই ব্যক্তির ভুল প্রয়োগ করাতে। যদিও সে এক্ষেত্রে ভুল করেছে আর আমরা এখন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলব না। কিন্তু আমরা বলব, সে সঠিক উসুল গ্রহণ করেছে যে ব্যাপারে আহলুল ইলমগণ আলোচনা করেছেন। একজন দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়– এ কথাটি সঠিক ও একটি বিশুদ্ধ আক্বীদাহ। কিন্তু প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করি। অজ্ঞতার উজর গ্রহণ করা হবে নাকি হবে না। এই কাজ কি ঐ সকল মাসআলার অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ক্ষেত্রে অজ্ঞতার

উজর গ্রহণ করা হয়? এটা এক দীর্ঘ আলোচনা। কিন্তু মুসলিমদের হত্যা করার কারণে আমরা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলব না যে, সে খারিজিদের অন্তর্ভুক্ত। কেন? কারণ তার ভুল হয়েছে প্রয়োগে উসুলে ভুল হয়নি।

তাহলে খারিজিদের ভুল উসুলের ক্ষেত্রে। শাইখুল ইসলাম 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে বলেন, "খারিজিদের প্রথম বিদআত ছিল কুরআন ভুল বুঝা। কুরআনের বিপরীত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা কুরআন থেকে এমন বিষয় বুঝতো কুরআন যা বুঝায়নি। তাই তারা মনে করত, পাপীকে তাকফীর করা হবে। কারণ মু'মিন হবে নেককার মুত্তাকী। তারা বলে, যে নেককার মুত্তাকী হবে না সেই কাফির এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতঃপর তারা বলে, উসমান, আলী এবং যারা এই দুইজনের সাথে সম্পর্ক করেছে তারা মু'মিন নয়। কারণ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার ফায়সালা করেছে।"

সুতরাং তাদের বিদআতের মূল বিষয় ছিল দুইটিঃ

- ১. তাদের বিদআত ছিল উসুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়। তাই তারা বলে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে কোন কাজের মাধ্যমে কুরআনের বিপরীত করে সে কাফির। এটা আক্বীদাহ বা বিশ্বাস।
- ২. উসমান, আলী এবং যারা এ দুজনের সাথে সম্পর্ক করেছে তারা এদের মতই কাফির।

অতএব তারা এমন ব্যক্তিকে তাকফীর করেছে দ্বীন যাদের ব্যাপারে বলেছে, তারা জান্নাতী এবং তারা খাইরুল ক্কুরূন। এই ভুলের মধ্যেই খারিজিরা পতিত হয়েছিল এবং এর উপরেই তারা তাদের আক্বীদাহ প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, আপনারা কি এমন কাউকে পেয়েছেন যে বলেছে, খারিজিদের চুল হবে লম্বা অথবা খাটো অথবা তারা হবে মাথা মুণ্ডনকারী নাকি আপনারা এমন কাউকে পেয়েছেন যে বলে, তারা হবে নির্বোধ, অল্পবয়সী? এটা হল আলেমগণের উসুল ভিত্তিক আলোচনা।

ক্বাযী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেছেন, “খারিজিরা হল দুই শ্রেণীরঃ তাদের এক শ্রেণী মনে করে, উসমান, আলী, জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তাদের বিচার-ফায়সালাতে সন্তুষ্ট হয়েছে তারা কাফির। আরেক শ্রেণী মনে করে, প্রত্যেক কবিরাহ গুনাহকারী কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।”[3] আবু বকর ইবনে আরাবী কি বলেছেন, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নির্বোধ ও অল্পবয়সীরা থাকবে?

খারিজিদের সমষ্টিগত চিন্তাঃ

ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী ﷫ ‘মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন’এ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, “খারিজিদের চিন্তা হলঃ

- ১. খারিজিরা আমীরুল মু’মিনীন আলী ﵁ কে কাফির আখ্যায়িত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে। তবে তারা ইখতিলাফ করেছে তার কুফর কি শিরক নাকি শিরক নয়।
- ২. তারা একমত হয়েছে যে, প্রত্যেক কবিরাহ গুনাহ-ই কুফর তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।
- ৩. তারা এব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ সুবহানাহু কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীকে সর্বদাই শাস্তি দিবেন তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।
- ৪. খারিজিরা বলে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি।
- ৫. সকল খারিজিরা আবু বকর﵁ ও ওমার﵁-এর ইমামতকে সত্যায়ন করে এবং উসমান ﵁ -এর ইমামতকে প্রত্যাখ্যান করে। আর মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস ও আবু মুসা আশআরীকে তারা কাফির সাব্যস্ত করে।
- ৬. তারা মনে করে, ইমামত ক্বুরাইশ এবং অন্যদের মধ্যে হওয়া জায়েয যখন কোন যোগ্য ব্যক্তি তা সম্পন্ন করবে।

[3] ফাতহুল বারীঃ ১২/২৯৭

- ৭. তারা বলে, কবরে আযাব হবে না।”

এই সবগুলো তাদের আক্বীদাহ থেকে গৃহীত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এগুলো এমন বৈশিষ্ট্য নয় যেগুলো তাদেরকে অন্যদের থেকে পার্থক্য করবে। আর যখন সবগুলো একত্রিত হবে তখন এটা আরো তাকীদযুক্ত হবে।

হাফিজ ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’তে বলেন, “তাদের মাঝে ঐক্যমত উসুলের মধ্যে রয়েছে, সাধারণভাবে হাদিসের ব্যাপারে কুরআন যা প্রমাণ করে তা গ্রহণ করা এবং এর অতিরিক্ত যা আছে তা প্রত্যাখ্যান করা। এটাও তাদের একটি উসুল বা মূলনীতি।”

ইবনে হাযম رحمه الله খারিজিদের মাজহাব (মতবাদ) উল্লেখ করে কোনো ব্যক্তিকে খারিজি বৈশিষ্ট্যে আখ্যায়িত করা সঠিক হওয়ার জন্য তার মধ্যে পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “বিচারক বানানো প্রত্যাখ্যান করা, কবিরাহ গুনাহকারীদের তাকফীর করা, অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, কবিরাহ গুনাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া এবং কুরাইশী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ইমামত জায়েয হওয়া—এই সকল বিষয়ের ব্যাপারে যে ব্যক্তি খারিজিদের সাথে একমত হবে সে খারিজি। যদিও এগুলো ছাড়া মুসলিমরা যে বিষয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ করে সে বিষয়ের ক্ষেত্রে সে তাদের বিপরীত মত পোষণ করে। আর যদি আমাদের উল্লেখিত বিষয়ে খারিজিদের বিপরীত মত পোষণ করে তাহলে সে খারিজি হবে না।”[4]

ইমাম ইবনে হাযমের কথা থেকে স্পষ্ট হল যে, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খারিজি সিফাত আরোপ করা সঠিক হওয়ার জন্য এই সকল বিষয়গুলো একত্রিত হওয়াকে তিনি শর্তারোপ করেছেন। এর দলিল হল- তিনি তাদের একটি আক্বীদাহ উল্লেখ করেছেন যে, কবিরাহ গুনাহকারীদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার হুকুম দেওয়া। আর এটা একটি পরিচিত বিষয় যে, এই আক্বীদাহ’টি কেবল খারিজিদের

[4] আল-ফাসলঃ ২/১১৩

বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটা মুতাযিলাদের মধ্যেও রয়েছে। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা আরো প্রমাণ করে যে, একটি বিষয়ের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে সিফাত দেওয়া যায়– তিনি এটা মনে করতেন না। কারণ কবিরাহ গুনাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী–এটা একটি যৌথ আক্বীদাহ। তাই আবশ্যক হচ্ছে তার মাঝে পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া।

সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার আক্বীদাহ খারিজিদের মাঝে রয়েছে। আর এটা শীয়াদের মধ্যেও রয়েছে। তারা কতিপয় সাহাবীকে গালি দেয় অথবা তাদের তাকফীর করে। সুতরাং এক্ষেত্রে খারিজিদের সাথে রাফিদীরা অংশীদার হয়েছে। যদিও তারা নামের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে। তথাপি তাদেরকে খারিজি হিসেবে গণ্য করা হয় না। আর কুরাইশী নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খিলাফাহ জায়েয মনে করার মাসআলাটি একটি শাখাগত মাসআলা। এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ'র এক দল খারিজিদের সাথে একমত হয়েছে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে দাওলাতুল ইসলাম খারিজিদের বিপরীত মত পোষণ করে। দাওলাতুল ইসলাম কুরাইশী নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খিলাফাহ'কে জায়েয মনে করে না। কিন্তু খারিজিরা এটা জায়েয মনে করে এবং আআহলুস সুন্নাহ'র এক দল তাদের সাথে একমত হয়েছে। তাহলে ইবনে হাযম মনে করতেন পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া আবশ্যক।

তাই কোন ব্যক্তিকে তখনই খারিজি বা খারিজিদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিশেষণ দেয়া সঠিক হবে যখন সে খারিজিদের মানহাজ গ্রহণ করবে এবং তাদের আক্বীদাহ'য় বিশ্বাসী হবে–যেগুলোর মাধ্যমে তারা অন্যান্য ফিরক্বা থেকে আলাদা ও পৃথক হয়।

খারিজিদের আক্বীদাগত উসুলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা পাই যে, অন্যান্য ফিরক্বা থেকে তাদেরকে যা পৃথক করে তা হচ্ছে দুইটি বিষয়ঃ

- কবিরাহ গুনাহকারীদেরকে তাকফীর করা।
- মুসলিমদের ইমামদের বিরুদ্ধে এবং খারিজিদের বিরোধিতাকারী সাধারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বের হওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, মুসলিমদের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বের হওয়ার আক্বীদাহ'টি সাধারণত তাদের (খারিজিদের) আক্বীদাহ'র সাথে সংযুক্ত; কারণ তাদের বিরোধী মুসলিম ইমামদের বিরুদ্ধে বের হওয়াটা তাদের এ আক্বীদাহ থেকে সৃষ্ট যে, মুসলিমদের ইমামগণ যা সম্পাদন করেছে সে কারণে তারা কাফির হয়ে গেছে। আর মুসলিমদের জন্য কোন কাফিরকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া জায়েয নেই। বরং ওয়াজিব হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বের হওয়া এবং তার পরিবর্তে মুসলিমদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে প্রতিস্থাপন করা। এমনিভাবে কবিরাহ গুনাহকারী তাদের দৃষ্টিতে মুরতাদ যাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

তাই সালিস নিয়োগের ঘটনার পর যখন খারিজিরা আলী رضي الله عنه -এর নিকট পত্র পাঠিয়েছিল তখন তারা তার উদ্দেশ্যে লিখেছিল, "... সুতরাং আপনি যদি আপনার নিজের ব্যাপারে কুফরের কথা স্বীকার করে তাওবা করেন তাহলে আমরা আমাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ মীমাংসা করব। নতুবা আমরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আর আল্লাহ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।"

আর কবিরাহ গুনাহকারীদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যটি দুনিয়াতে তাকে কুফরের হুকুম দেওয়ার সাথে সংযুক্ত। এই আক্বীদাহ অর্থাৎ কবিরাহ গুনাহকারী ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করবে–এই আক্বীদাহ'র ক্ষেত্রে খারিজিদের সাথে মুতাযিলাদের মিল রয়েছে। অর্থাৎ মুতাযিলারা বিশ্বাস করে যে, কবিরাহ গুনাহকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যটি এককভাবে খারিজিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবিরাহ গুনাহকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে এই আক্বীদাহ'টি খারিজিদের একটি আক্বীদাহ এবং মুতাযিলাদেরও একটি আক্বীদাহ।

এমনিভাবে কতিপয় সাহাবীগণ رضي الله عنهم কে গালি দেয়া বা তাদের তাকফীর করার আক্বীদাহ'টিও খারিজিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এক্ষেত্রে খারিজিদের সাথে অন্যদের মিল রয়েছে– যেমন রাফিদীরা। অর্থাৎ রাফিদীরাও অনেক সাহাবীকে তাকফীর করে এবং খারিজিরাও কতক সাহাবীকে তাকফীর করে। সাহাবীগণকে রাফিদীদের এবং খারিজিদের তাকফীর করার কারণ পৃথক পৃথক

হলেও তাকফীর করার ক্ষেত্রে তাদের মিল রয়েছে।

আর কুরাইশী নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমামত জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের যে বক্তব্য–এটা একটি শাখাগত মাসআলা। এই মাসআলার ব্যাপারে তাদের সাথে অন্যরাও একমত পোষণ করেছে। আর খারিজিদেরকে পার্থক্যকারী উদ্দিষ্ট আক্বীদাহ অথবা যে আক্বীদাহ পোষণ করলে কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে খারিজি বিশেষণ দেওয়া হয় এবং 'মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন' কিতাবে খারিজি ফিরক্বার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে উক্তি রয়েছে তা হলঃ

- কবিরাহ গুনাহকারীকে তাকফীর করা
- তাদের দৃষ্টিতে অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়া।

প্রিয় ভাই! আমরা আপনাদের খেদমতে খাওয়ারিজদের ব্যাপারে যা কিছু আলোকপাত করলাম তা থেকে স্পষ্টভাবেই একটি বিষয় বুঝতে পেরেছেন যে, উপসাগরীয় দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় আলেম বা আল-কায়দার পক্ষ থেকে দাওলাহ'কে খারিজি হিসেবে আখ্যায়িত করাটা একটি ভিত্তিহীন অপবাদ বৈ কিছু নয়। মুহাইসিনীর মত কথিত শাইখরা উম্মাতে মুসলিমার সামনে হাদিসে নববীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। তারা কাউকে খারিজি আখ্যায়িত করার জন্য এমন মানদণ্ড নিয়ে এসেছে যা সালাফগণের কেউ উল্লেখ করেন নি। সালাফগণ খারিজিদেরকে একটি আক্বীদাগত বাতিল ফিরক্বা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। খারিজিরা কবিরাহ গুনাহকারীকে তাকফীর করে এবং তাদের দৃষ্টিতে অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করে। আর দাওলাহ কবিরাহ গুনাহকারীকে কাফির মনে করে না। দাওলাহ'র অফিসিয়াল বক্তব্য, লেখনি এবং কর্মকাণ্ড এব্যাপারে সুদৃঢ় প্রমাণ বহন করে। দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়ালি প্রকাশনী 'মাকতাবাতুল হিম্মাহ' থেকে প্রকাশিত 'এই আমাদের আক্বীদাহ এবং এই আমাদের মানহাজ' শীর্ষক আর্টিকেলের ০৩ নং পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ "ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি গুনাহের কারণে আমরা মুসলিমদের ক্বিবলাহ'র দিকে সালাত আদায়কারী কোন মুওয়াহহিদকে তাকফীর করি না, যতক্ষণ না সে এই বিষয়গুলোকে হালাল

মনে করে। ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান চরমপন্থি খাওয়ারিজ এবং শিথিলতাপন্থী মুরজিয়াদের অবস্থানের মধ্যবর্তী।”

আর শাইখ তুর্কী বিন মুবারাক আল-বান’আলী ﷾ বলেন, “আমি এই উসুল তথা মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করছি যেগুলো উঁচুমাপের আহলুল ইলমগণ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি বলি, খারিজিদের মূলনীতিসমূহের প্রথম মূলনীতি হল- তারা কবিরাহ গুনাহ, পাপ এবং প্রত্যেক অপরাধের কারণে তাকফীর করে। ফলে তারা মদপানকারী, যিনাকারী, চোর এবং অপরাধীকে তাকফীর করে। তারা পিতা-মাতার অবাধ্য, মিথ্যাবাদী, চোগলখোর এমনিভাবে অপহরণকারীকে তাকফীর করে। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা কবিরাহ গুনাহের কারণে তাকফীর করি না। তাই তাদের (অপবাদ আরোপকারীদের) বক্তব্য আমাদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়।

খারিজিদের মূলনীতিসমূহের দ্বিতীয় মূলনীতি হল- তারা আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফীর করে। তাই শাসক যখন তাদের নিকট কাফির হয়ে যায় তখন উপস্থিত অনুপস্থিত জনগণও কাফির হয়ে যায় এমনিভাবে মুসাফিরও কাফির হয়ে যায়। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফীর করি না, আর না নিন্দাযোগ্য কুৎসার কারণে বা বিতাড়িত ধারনার কারণে তাকফীর করি।

খারিজিদের মূলনীতিসমূহের তৃতীয় মূলনীতি হল- তারা অত্যাচারী মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করে যখন সে পাপ সম্পাদন করে। আর আমরা মুসলিম মুওয়াহহিদ শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহর সাথে শিরক করেন অথবা সমকক্ষ স্থির করেন। সুতরাং এই হল এক্ষেত্রে সারকথা এবং সঠিক বক্তব্য। তাই যার মধ্যে এই উসুল বা মূলনীতিগুলো একত্রিত হবে সেই হল পরিত্যক্ত খারিজি। আর যদি এগুলো না থাকে তাহলে সে খারিজি হবে না। ওয়াল্লাহু আ’লাম।”

অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে দাওলাহ বৈধ মনে করে না। দাওলাহ মনে করে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইমামের আনুগত্য চালিয়ে যেতে হবে। এবং দাওলাহ’র আমীর-উমারা ও সৈনিকগণ কোন বৈধ

ইমামের বিরুদ্ধে বেরও হননি। দাওলাহ কবিরাহ গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে না। কারণ শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি কুফরে আকবার বা শিরকে আকবার সম্পাদনের কারণেই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এজন্যই তো দাওলাহ বিবাহিত যিনাকারীদের উপর হদ বাস্তবায়নের পরে জানাযা পড়ে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করে। প্রিয় পাঠক! আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, দাওলাহ সাহাবীদের মধ্য থেকে আলী ﵁ এবং মুআবিয়া ﵁ সহ অন্য কোন সাহাবীগণকে তাকফীর করে না। তাকফীর করার তো প্রশ্নই আসে না যেখানে তারা সাহাবীগণের হুরমত রক্ষায় নিজেদের জান উৎসর্গ করছে। দাওলাহ কুরাইশী ব্যতীত অন্য কারো খলীফাহ হওয়া বৈধ মনে করে না। এব্যাপারটি কথায় এবং কাজে প্রমাণিত। সুতরাং কোনো দিক থেকেই দাওলাহ'কে খারিজিদের সাথে তুলনা করা যায় না। বরং দাওলাতুল ইসলাম খারিজিদের একেবারে বিপরীত আক্বীদাহ পোষণ করে। তাই যে বা যারাই দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলবে অবশ্যই তারা দাওলাতুল ইসলামের উপর ভিত্তিহীন একটি অপবাদ আরোপ করবে– যে ব্যাপারে তারা আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর অপবাদ দানকারীরা সেই দিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। কারণ তোমাদের এই খারিজি অপবাদ দেওয়ার কারণে অনেক নিরপরাধ মুসলিমের রক্ত ঝরেছে। আমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে বিচার দিয়ে রাখলাম।

এখন আমাদের কথার বিরোধিতা করতে গিয়ে কোন নির্বোধ বলতে পারে যে, হাদিসে তো খারিজিদের ব্যাপারে অমুক অমুক সিফাত উল্লেখ আছে। আমরা আলোচনার শুরুর দিকে বলেছিলাম যে, উক্ত সিফাতগুলো আলী ﵁-এর যামানায় খারিজিদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত ছিল। আর আপনিও সালাফগণের কাউকে পাবেন না, যিনি খারিজি হওয়ার জন্য হাদিসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া আবশ্যক বলেছেন। এ বিষয়টি আমরাও আপনাদের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরেছি। তথাপি দাওলাতুল ইসলাম হাদিসে বর্ণিত নেতিবাচক কোন একটি গুণেও গুণান্বিত না। তারপরেও কারো কারো মনে আল-কায়দার তৈরিকৃত এই প্রশ্ন 'মুসলিমদের হত্যা করবে মুশরিকদের ছেড়ে দিবে' ঘুরপাক খেতে থাকে। যারা

এমনটা মনে করে তাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই, তালেবান বিগত ৫ বছরে কতজন কাফির হত্যা করেছে? আর কতজন সালাফিপন্থি সাধারণ মুসলিমদের এবং দাওলাহ'র সৈনিকদের হত্যা করেছে? তোমাদের দাবি অনুযায়ী দাওলাহ তো মুসলিমদের হত্যা করে এবং কাফিরদের ছেড়ে দেয়। তাহলে কেন আমেরিকা জিহাদ এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তালেবানের পরিবর্তে দাওলাহ'র সাথে কাজ করে না? ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ। এমনটাই হত যদি তোমাদের আওড়ানো বুলি সত্য হত। যদি দাওলাহ কুফফারদের ছেড়ে দিত তাহলে দাওলাহ'ই কুফফারদের পছন্দের তালিকায় প্রথম থাকত। আজ আমরা যেমন দেখছি যে, আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে আমেরিকা বা তার মিত্রদের কোন ক্ষতি করবে এমনটা তালেবান হতে দেবে না–বিষয়টি এর বিপরীত হত যদি তোমরা সত্যবাদী হতে। যেহেতু তোমরা বলছো যে, দাওলাহ মুসলিমদের হত্যা করে এবং কাফিরদের ছেড়ে দেয় তাহলে আমেরিকা চীনসহ অন্যান্য কুফফাররা দাওলাহ'কে কাছে না টেনে কেন আল-কায়দার উমারা তালেবানের সাথে মিলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে!!! আর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বাস্তবতা আমাদের পাঠকগণ জানেন আশাকরি। প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই কুফফারদের মোড়ল আমেরিকা ও এর মিত্রদের নিরাপত্তা বিধান করে যাচ্ছে অপরদিকে দাওলাহ'কে অপবাদ আরোপ করছে। একদিকে আল-কায়দার উমারা তালেবান চীনের সাথে বন্ধুত্ব করছে, উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতনকে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে অভিহিত করছে অপরদিকে দাওলাতুল ইসলামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি মূলকভাবে অপবাদ রটাচ্ছে যে, দাওলাহ মুসলিমদের হত্যা করে এবং কাফিরদের ছেড়ে দেয়। হে আমার মুসলিম ভাই! এই দ্বিচারিতার ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কী? নিজেরাই দুর্বল মুসলিমদেরকে অগ্রাহ্য করে চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক করছে। আর যারা দুর্বল মাজলুম মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ হিসেবে চীনা ব্যবসায়ীদের উপর হামলা করছে তাদের বিরুদ্ধে তালেবান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে! আহ আফসোস তারা এ কেমন বিচার করছে!! যারা মাজলুম মুসলিমদের পক্ষ না নিয়ে জালিমদের সাথে হাত মেলায়, বন্ধুত্ব করে তারাই আবার দাওলাহ'কে খারিজি প্রমাণ করতে আধাজল খেয়ে নেমেছে। এক্ষেত্রে কখনো তারা ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নেয় আবার কখনো

অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয় এবং কখনো কখনো মনগড়া ভিত্তিহীন মূলনীতি প্রণয়নের অপচেষ্টা চালায়। সুতরাং হাদিসে বর্ণিত ‘মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে’ এই সিফাতটি দাওলাতুল খিলাফাহ’র মাঝে নেই। দাওলাতুল খিলাফাহ’র বিরুদ্ধে সকল কুফফাররা একজোট হয়ে যুদ্ধ করছে এবং দাওলাতুল খিলাফাহ’ও গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীব্যাপী সকল কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ইসলাম ও কুফরের এ লড়াই আজও চলমান–বিইযনিল্লাহ। প্রিয় পাঠক! আপনি কি আমাকে বলবেন যে, একদিকে আমেরিকা রাশিয়াসহ পৃথিবীর সকল কুফফাররা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আর অপরদিকে তালেবানের সাথে চুক্তি করছে, কিছুদিন আগেও যাদেরকে চীন রাশিয়াসহ সকলেই সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করত তাদের সাথে সুসম্পর্ক করছে–এর কারণটা কী? প্রকৃতপক্ষে ‘মুসলিমদের হত্যা করবে মুশরিকদের ছেড়ে দিবে’ এই সিফাতটি তালেবানের মাঝে পাওয়া যায়। তারা মুসলিমদের হত্যা করে এবং মুশরিক আমেরিকা, চীন, রাশিয়াসহ অন্যান্য সকল কুফফারদের ছেড়ে দেয়। এসবকিছুর পরেও ‘দাওলাহ মুসলিমদের হত্যা করে কাফিরদের ছেড়ে দেয়’–এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটু খোলাসা করে বলি, প্রথমত, দাওলাতুল ইসলাম কোন মুসলিমকে ক্বিসাস এবং হদ ব্যতীত হত্যা করে না। কেবলমাত্র তাকেই হত্যা করে যার রিদ্দাহ অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, যদি কখনো সঠিক উসুল বা মূলনীতির ভুল প্রয়োগও হয়ে যায় তাহলে এই ভুল প্রয়োগের কারণে দাওলাহ’কে খারিজি বলার কোন সুযোগ নাই। যেমন আমরা জানি যে, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ। আর ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র রিদ্দাহ’র ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা রয়েছে। সুতরাং মুসলিমদের কোন দল যদি ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দাওলাহ সেই দলকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ গণ্য করে মুরতাদ ফাতাওয়া দিয়ে যুদ্ধ করে, পাশাপাশি কেউ যদি ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র অন্তর্ভুক্ত উক্ত দলকে মুসলিম মনে করে এবং দাওলাহ ঐ দলকে তাকফীর করার কারণে দাওলাহ’কে খারিজি মনে করে তাহলে সেটা হবে নিরেট স্বেচ্ছাচারিতা ও বাড়াবাড়ি। কেননা এখানে মূলনীতি সঠিক যে ব্যাপারে সালাফগণ আলোচনা করেছেন–তা হল, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ যেমনটি

বলেছেন ইবনে তাইমিয়াহসহ অন্যরা। এখানে সঠিক মূলনীতির (কারো মতে) ভুল প্রয়োগ হলে কাউকে খারিজি বলা বৈধ হবে না। কারণ মূলনীতি সঠিক তা হল- ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'কে রিদ্দাহ'র হুকুম দেওয়া হবে। আচ্ছা, নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা না করা কি কুফর নয়? তাগুতদের সাথে ওয়ালা করা কি কুফর নয়? সেকুলার, জাতীয়তাবাদী ও নাগরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা কি কুফর নয়? সেকুলার ও জাতীয়তাবাদী দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি কুফর নয়? অধিকৃত ভূমিতে হুদুদ প্রতিষ্ঠা না করা ও মানব রচিত বিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা কি কুফর নয়? মুওয়াহহিদ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুশরিক রাফিদীদের সাহায্য করা ও তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা করা কি কুফর নয়? জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করার ঘোষণা দেওয়া কি কুফর নয়? আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করার ঘোষণা দেওয়া কি কুফর নয়? এ সবগুলো কাজের হুকুম হচ্ছে কুফর। তাহলে যে দল এই ধরনের কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকে সেই দলকে তাকফীর করাই তো হক্বের দাবি। বরং ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله তো বলেছেন কোন দল যদি প্রকাশ্য মুতাওয়াতির কোন ওয়াজিব পালনে বিরত থাকে তাহলে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে এবং সেই দলকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله বলেন, "আলেমগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের কোন মুতাওয়াতির শারয়ী বিষয় থেকে নিবৃত্ত প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়। যেমন হারবী যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আরো বেশি অগ্রগণ্য।"[5] আর আমরা জানি যে, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ। যেমন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব শাইখুল ইসলামের কথা নক্বল করার পর বলেন, "আপনি তার বক্তব্য ও বর্ণনা লক্ষ্য করুন, কারণ ইমামের নিকট যাকাত আদায়ে নিবৃত্ত দলটির সাথে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে কুফরের ও ইসলাম থেকে রিদ্দাহ'র হুকুম দেওয়া হয়, তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দি করা হয়

[5] আল-ফাতাওয়া আল-কুবরাঃ ৫/৫২৯

এবং তাদের সম্পদ গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হয়। যদিও তারা যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকৃতি দিত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং যাকাত আদায় ব্যতীত ইসলামের সকল শারয়ী বিষয়সমূহ পালন করত। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে কুফর ও রিদ্দাহ'র হুকুম দেওয়াকে বাতিল করতে পারেনি। এব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের রضي الله عنهم ঐক্যমত প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।"[6]

শামের যে দলগুলোকে তাকফীর করার কারণে দাওলাহ'কে খারিজি অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেই দলগুলো কি নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করত? সেই দলগুলো কি হুদুদ বাস্তবায়ন করত? আরবের তাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করত? এর চেয়ে গুরুতর হচ্ছে তারা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত ভূমি দখল করে সেখানে মানুষের তৈরিকৃত বিধান প্রতিস্থাপন করত। সুতরাং সেই দলগুলোর কাজের হুকুম হচ্ছে কুফর এবং সঠিক উসুলের আলোকে সেই দলগুলো এই ধরনের কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর যদি সঠিক উসুল বা মূলনীতি প্রয়োগ করে শামের সাহওয়াত এবং তালেবান ও তালেবানের অনুগত আল-কায়দার কয়েকটি শাখাকে তাকফীর করার কারণে দাওলাহ খারিজি হয় তাহলে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله সহ নজদী দাওয়াহ'র ইমামগণ খারিজি সাব্যস্ত হওয়া অধিকতর সঠিক হয়ে যাবে। কারণ নজদী দাওয়াহ'র ইমামগণ উসমানীদের তাকফীর করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।[7] বরং যারা এই যুদ্ধে উসমানীদের সাহায্য করেছে তাদের কুফরের ব্যাপারে নজদী দাওয়াহ'র ইমামগণ কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। যদিও কতিপয়

---

[6] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহঃ ১০/১৭৯

[7] শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতিফ (রহ:) বলেন, "যে ব্যক্তি উসমানী সাম্রাজ্যের কুফরি সম্পর্কে অবগত নয় এবং যে তাদের মাঝে ও মুসলিম বাগীদের মাঝে পার্থক্য করে না সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাৎপর্য অনুধাবন করেনি। আর যদি সে এর সাথে সাথে বিশ্বাস করে যে, উসমানী সাম্রাজ্য হচ্ছে মুসলিম সাম্রাজ্য তাহলে সে আরো গুরুতর ও ভয়ানক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে।" [আদ-দুরারুস সানিয়্যাহঃ ৮/২৪২

জাহিলরা এই কারণে নজদী দাওয়াহ'র ইমামগণকে এখনো খারিজি আখ্যায়িত করে। কিন্তু আমরা জানি যে, আল-কায়দা সহ অনেক মুজাহিদ শাইখ উসমানী খিলাফাহ'কে খিলাফাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এবং উসমানী শাসকদের তাকফীর করেন না, পাশাপাশি তারা নজদী দাওয়াহ'র ইমামগণকেও খারিজি মনে করেন না বরং তারা তাদেরকে এই উম্মাহ'র জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি মনে করেন। সুতরাং কোন সুরতেই দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলা বৈধ হবে না। আর দাওলাতুল ইসলাম যে সমস্ত দলকে তাকফীর করেছে সেই সব দলগুলো দ্বীন ত্যাগের মত একাধিক কর্ম সম্পাদন করেছে এবং সেগুলোর উপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছে। সুতরাং দাওলাতুল ইসলামের উপর খারিজি অপবাদ দেওয়াটা চরম বাড়াবাড়িমূলক কাজ। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন!

একটি সংশয় নিরসনঃ

দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি কুফর?

বাতিলপন্থিরা দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি প্রমাণ করার জন্য প্রায়শই একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ করে যে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে দাওলাহ কুফর মনে করে। অর্থাৎ তারা দাবি করে, যারাই দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করে–আল্লাহ মিথ্যাবাদিদের ধ্বংস করুন! এক্ষেত্রে তারা দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী رحمه الله-এর একটি বক্তব্যের একটি অংশকে কাটছাঁট করে দলিল হিসেবে পেশ করে। আমরা দেখেছি আল-কায়দার খালিদ আল-বাতরাফী থেকে শুরু করে উসামা মাহমুদ পর্যন্ত সকলেই শাইখের বক্তব্যসমূহের একটি বক্তব্যের একাংশ উল্লেখ করে জোরেশোরে প্রচার করে যে, দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে দাওলাহ কুফর মনে করে। তাদের এই দাবি ঐ ব্যক্তিদের দাবির সাথে মিলে যায়, যারা বলে কুরআনে রয়েছে তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। বরং এক্ষেত্রে আল-কায়দার আমীররা দাওলাহ'র বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের ইলমের ত্রুটির পরিচয় দিয়েছে। এই খালিদ আল-বাতরাফী ও উসামা মাহমুদরা এটাও জানে না যে, কোন খাছ (নির্দিষ্ট) বিষয় কখনো আম (ব্যাপক) হয় না। খাছকে খাছ হিসেবেই রাখতে হয়, সেটাকে আম বানানো যায় না। শাইখ আদনানী رحمه الله এই বক্তব্য দিয়েছিলেন শাম ও লিবিয়ার সাহওয়াতদের উদ্দেশ্য করে। কিন্তু তারা সেই বক্তব্যকে আমভাবে প্রচার করা শুরু করেছে। যাইহোক, যুগে যুগে বাতিলপন্থিদের কর্মনীতি এমনই ছিল। তারা হক্বপন্থিদের বক্তব্যকে বিকৃত করে সাধারণ মুসলিমদেরকে হক্বপন্থিদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর তাওফীক্ব যে হক্বপন্থিদের সাথেই রয়েছে।

আমরা এখানে শাইখ আদনানী رحمه الله -এর পুরো বক্তব্যটি উল্লেখ করব। আসলেই কি তিনি সেখানে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে কুফর বলেছেন নাকি বাতিলপন্থিরা তার উপর অপবাদ রটাচ্ছে। শাইখ رحمه الله বলেন, "এমনিভাবে শাম ও

লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি, আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি, তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পুরোপুরিভাবে চিন্তা করে–যে দাওলাহ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে।

হে ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তি! তুমি এ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চিন্তা করে নাও! দাওলাতুল ইসলামের ভূমিগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন ভূমি পাওয়া যায় না যেখানে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়।

তুমি চিন্তা কর– যদি তুমি এ দাওলাহ'র থেকে অল্প পরিমাণ ভূমি বা কোন গ্রাম অথবা কোন শহর দখল করতে সক্ষম হও তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

আবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের বিধান পরিবর্তন করে অথবা যে এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তার হুকুম কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি এর কারণে কুফরিতে লিপ্ত হবে। তাই তুমি সতর্ক হও! কারণ তুমি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কুফরে পতিত হবে–তুমি অবগত হও বা না হও।”[৪]

প্রথমতঃ শাইখ আদনানী ﷺ এখানে বলেছেন, “এমনিভাবে শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি।” আহ্বানটি ছিল শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের জন্য খাছ। কিন্তু ফিতনাগ্রস্থ বাতিলপন্থিরা এটাকে আম (ব্যাপক) বক্তব্য হিসেবে প্রচার করে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে শাইখ ﷺ -এর বক্তব্যে দুইটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি হল-

“এমনিভাবে শাম ও লিবিয়ার বিভিন্ন দলের সৈনিকদের

[৪] ‘হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও’ শীর্ষক বক্তব্য

প্রতি আমাদের আহ্বান নবায়ন করছি, আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি, তারা যেন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পুরোপুরিভাবে চিন্তা করে–যে দাওলাহ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন করে।

হে ফিতনাগ্রস্থ ব্যক্তি! তুমি এ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চিন্তা করে নাও! দাওলাতুল ইসলামের ভূমিগুলো ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন ভূমি পাওয়া যায় না যেখানে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়।

তুমি চিন্তা কর– যদি তুমি এ দাওলাহ'র থেকে অল্প পরিমাণ ভূমি বা কোন গ্রাম অথবা কোন শহর দখল করতে সক্ষম হও তাহলে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।”

আর শাইখ আদনানীর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ হল-

“আবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর: যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের বিধান পরিবর্তন করে অথবা যে এই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মাধ্যম হয় তার হুকুম কী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি এর কারণে কুফরিতে লিপ্ত হবে। তাই তুমি সতর্ক হও! কারণ তুমি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কুফরে পতিত হবে–তুমি অবগত হও বা না হও।”

সুতরাং প্রথম অংশে শাইখ رحمه الله কাজের অবস্থা উল্লেখ করে উক্ত কাজের হুকুম বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে তিনি যে ব্যক্তি উক্ত কাজ সম্পাদন করে তার হুকুম বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত ভূমি দখল

করে মানব রচিত জাহিলী বিধান দ্বারা শাসন করে অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সহযোগী হয় বা মাধ্যম হয় সেই ব্যক্তির কর্মের হুকুম কি কুফর নয়? এতে কি কেউ সন্দেহ করবে? আর সর্বজনস্বীকৃত যে, দাওলাতুল ইসলামের অধিকৃত প্রতিটি ভূমিতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। দাওলাহ যখন কোন ভূমির কর্তৃত্ব লাভ করে তখন সেখানে হুদুদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শারীয়াহ'র প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। বিপরীতে আমরা শাম ও লিবিয়ার সাহওয়াতদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিগুলোর অবস্থা দেখেছি, না তারা নিজেরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে আর না অন্য কাউকে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার সুযোগ দিয়েছে। শামের কথাই বলি, শামে সাহওয়াতরা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। দশ বছর পূর্বে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমির অবস্থা যেমন ছিল আজও তাই রয়েছে। আরবদের প্রণয়নকৃত নাগরিক আইন দিয়ে ভূমি শাসন করছে। আমাদেরকে কি কেউ বলতে পারবে সাহওয়াতরা ইদলিবে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে? না, তারা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা তো করেই নি উপরন্তু যে ভূমিগুলো শারীয়াহ দ্বারা শাসিত হত সেই ভূমিগুলো তুর্কী তাগুতের সাহায্যে দখল করে সেখানে নাগরিক আইনের মত গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। আর লিবিয়ার অবস্থা তো আরো ভয়াবহ। আল-কায়দা খলিফা হাফতার ও অন্যান্য সেকুলার জাতীয়তাবাদী সাহওয়াত গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা তাগুতদের বিমান হামলার সাহায্যে যে ভূমিগুলো দাওলাহ'র থেকে দখল করেছে সেগুলোতে কি অদৌ শারীয়াহ'র বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে? লিবিয়ার আল-কায়দা আজ কোথায়? সাহওয়াতদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে তারা আজ বিলিন হয়ে গেছে। সুতরাং শাইখ আদনানী رحمه الله এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসনকারী দাওলাহ'র ভূমি দখল করে সেখানে আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে। শারীয়াহ'তে এমন ব্যক্তির হুকুম স্পষ্টতই কুফর।

অতএব শাইখ আদনানী رحمه الله কেবলমাত্র দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেই কুফর বলেন নি। তিনি এমন দল বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ কথা বলেছেন, যে দল বা

ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে মানুষের বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা এক্ষেত্রে সহযোগী বা মাধ্যম হয়। আর দাওলাহ'র মানহাজ এটাই। দাওলাহ এই ধরনের দল বা ব্যক্তিদেরকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে। আর স্বভাবতই ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে কুফর ও রিদ্দাহ।

আর যে দল নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে পাশাপাশি কাফিরদের সাথে ওয়ালা করা থেকে বিরত থাকে এবং সাহওয়াতদের সাথে জোটবদ্ধ হয় না ও তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে, সেই দল যদি দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ এমন দলকে বাগীর হুকুমে গণ্য করে। দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়ালি মিডিয়া আল-বায়ান রেডিও থেকে এব্যাপারে একটি অডিও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “যদি সেখানে এমন কোন দল থাকে যে দল শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে, সাহওয়াত জোটের বাইরে অবস্থান করে, এ জোট থেকে মুক্ত থাকে, এর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ও এর সাথে শত্রুতা করে, সাহওয়াত জোটকে সহযোগিতা করে না ও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, এর খন্দকে অবস্থান করে না এবং এর কোন ফ্রন্টের জন্য নিবেদিত হয় না ও কেবল মুসলিমদের সাথে ওয়ালা করে, আর উক্ত দল দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই অভিযোগে যে, দাওলাহ জুলুমকারী তাহলে সেই দলের হুকুম হচ্ছে বাগী।”[9]

আর দাওলাহ'র বিরুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধ করার কারণে যদি দাওলাহ কাউকে তাকফীর করত তাহলে আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে সেই ২০১৫ সালেই তাকফীর করত। কিন্তু আল-কায়দা খারিজি ফিতনা (!) দমনের স্লোগান তুলে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতে যুদ্ধ শুরু করার পরেও দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করেনি। দাওলাহ তাদেরকে কখন তাকফীর করেছে, যখন তারা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে

[9] 'হাল-মুহারিবাতুল খিলাফাতি রিদ্দাহ' শীর্ষক শিরোনামে আল-বায়ান থেকে প্রকাশিত অডিও বিবৃতি।

এবং সাহওয়াত গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তখন দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করেছে। তাও আবার তাকফীর করেছে ২০২০ সালে। আল-কায়দা তো খারিজি ফিতনা (!) দমনের নামে ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতে যুদ্ধ শুরু করেছে ২০১৫ সালে, তাহলে দাওলাহ কেন আল-কায়দার এই শাখাগুলোকে প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ তাকফীর করেনি! কেন প্রায় পাঁচ বছর পর তাকফীর করেছে! কারণ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করলেই কেউ কাফির হয়ে যায় না। বরং যে সমস্ত দল ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত কর্ম সম্পাদন করার সাথে সাথে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ সেই সমস্ত দলকেই তাকফীর করে।

والحمد لله رب العالمين